অর্থনীতিতে কালো টাকার প্রবাহ

নাসিম আহমেদ

সাদা টাকা, কালো টাকা, মানে কী? টাকা তো রঙ-বেরঙের হয়। সাদা বা কালো হয় না। কিন্তু সাদা টাকা, কালো টাকা বললে আমরা ঠিকই বুঝি- সৎ পথে উপার্জিত টাকা হলো সাদা আর অসৎ পথে উপার্জন করলে এই টাকাই হয়ে যায় কালো। দেশে কালো টাকার ছড়াছড়ি মানেই দুর্নীতি, সন্ত্রাসের আধিক্য। তাই সব সরকারের চেষ্টা থাকে কালো টাকার উৎস ধ্বংস করার। ইংরেজিতে কালো টাকাকে সাদা বানানোর প্রক্রিয়া মানি লন্ড্রিং। এই শব্দটির সূচনা হয়েছিল কুখ্যাত 'গডফাদার' আল কাপোনের আমলে। শিকাগোতে তিনি ভয়ঙ্কর অপারেশন গড়ে তুলেছিলেন। তার অপারেশন ছিল প্রথমে মদ ও পরবর্তীতে ড্রাগ ব্যবসা। তখন আমেরিকায় বিদেশী মদ ব্যবসার প্রতি বিধিনিষেধ ছিল। অসাধু উপায়ে আল-কাপোন বাহিনী ব্যবসা করত। ড্রাগ ব্যবসাও চলছিল একইভাবে। অধিক মুনাফার দুই ব্যবসা কাপোনের অ্যাকাউন্ট বেশ ভারী করে তুলছিল। সরকারি রেইডের কথা ভেবে কাপোন বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে ডেকে খুলতে বললেন বৈধ লন্ড্রি ব্যবসা। এই লন্ড্রি ব্যবসায় ভাউচারের বিনিময়ে টাকা জমা হতো। লন্ড্রির ভুয়া ভাউচারের বিনিময়ে কাপোন তার মুনাফা রাখতে শুরু করেন লন্ড্রির অ্যাকাউন্টে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন কাপোন আয়কর পরিশোধ না করার অভিযোগে। আর তার এই প্রয়াস থেকে আসে 'মানি লন্ড্রিং' শব্দটি। অবশ্য এই শব্দটি থেকে টাকা পরিষ্কার করাও বোঝায়। যাকে বলা হয় 'কালো' টাকা 'সাদা' করা। সাধারণত বিভিন্ন কৌশলে কালো টাকা আয়করের আওতায় আনার মাধ্যমে এটি সাদা করা হয়। অনেক সময় সরকারই এই সুযোগ করে দেয়।

এখন যেভাবে

বর্তমান সময়ে টাকা শুদ্ধিকরণ বা লন্ডারিংয়ে পদ্ধতি কিছুটা বদলেছে। বিভিন্ন দেশের সরকার যেহেতু কড়া দৃষ্টি দিচ্ছে, নতুন আইন তৈরি করছে, তাই মেকানিজম বদলে নিয়েছে অসাধু মানুষরা। এমন প্রক্রিয়ায় কালো টাকা উপার্জনকারী তাদের নেটওয়ার্কের লোকদের দিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যবসা খোলে। তবে একত্রে একাধিক বড় ব্যবসা ফাঁদার ঝুঁকি তারা নেয় না। সাধারণত একটি একটি করে ব্যবসা তারা বাড়ায়। যেমন ধরুন 'এক্স' গ্রুপ। তাদের প্রথম ব্যবসা হলো ইলেক্ট্রনিক্সের। এর কিছুদিন পর তারা হয়তো খোলে ডেইরি ফার্ম। এরপর স্টেশনারি তৈরির কোম্পানি। এভাবে তিনটি ব্যবসার থাকে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আর এই তিনটি ব্যবসা থেকে তারা তাদের টাকাগুলো পাচার করে ভুয়া বিনিময়ে। টাকাগুলো একটি অ্যাকাউন্ট থেকে কখনো কখনো অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়। তবে বছরের বিশেষ কোনো একটি সময়ে তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা চলে যায় বিশেষ আরেকটি অ্যাকাউন্টে। এই অ্যাকাউন্টটি নিয়ন্ত্রণ করেন অসাধু সেই ব্যক্তি। কখনো কখনো এরা চতুর্থ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে দেশের বাইরে পাচার করে। আবার কখনো
বিনিয়োগ করে আরো লাভজনক ব্যবসা যেমন- অস্ত্র, মাদক ইত্যাদিতে। আধুনিক কালোবাজারিদের অভিনব এই কৌশল প্রথম তুলে ধরে ইংল্যান্ডের এক স্থানীয় ব্যাংক। সেখানে বহুদিনের এক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বা গ্রাহক একবার ১০ হাজার পাউন্ড নিয়ে আসে। উদ্দেশ্য, পাউন্ডের বিনিময়ে ব্যাংকের ডিমান্ড ডিপোজিট নেয়া। এই ডিমান্ড ডিপোজিট নিয়ে ব্যবসায়ী অন্য ব্যাংকে গিয়ে পাউন্ডটকে ডলারে রূপান্তরিত করে। এভাবে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লোকটি টাকা জমা করে। বেশ কয়েকবার এমন করার পর লোকটির কর্মকান্ডে ব্যাংক কর্তাদের সন্দেহ জাগে। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক খোঁজ-খবর নিলে ব্যাপারটি ফাঁস হয়। কালো টাকার এই ব্যবসায়ীদের ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকে ধরার চেষ্টা করছে উন্নত বিশ্বের সরকার। বিশেষ করে যখন বছরে ইউরোপ ও আমেরিকাতেই পাচার হয় ২০ থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলার। নাইজেরিয়ার সাবেক সামরিক শাসক আবাচা তার শাসনামলে একাই পাচার করেছিলেন ১২-১৬ বিলিয়ন ডলার। অন্যান্য অর্থ শোধনকারীদের মতো তিনিও বিখ্যাত কয়েকটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। কালো টাকা সাদা করতে হলে ভালো কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা প্রয়োজন। কারণ, নির্ভরযোগ্য ব্যাংকে না হলে অনেকেই চেক গ্রহণে ভরসা পায় না। আর টাকা এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে নিতে হলে টাকা গ্রহণকারীকে ভরসা দেয়া আবশ্যক। যেমন বাংলাদেশে যদি কেউ কালো টাকা সাদা করতে চায়, তাহলে তারা প্রথমে চেষ্টা করবে বিদেশী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে। সেখানে খুলতে না পারলে তাদের চেষ্টা থাকবে বেসরকারি উঠতি ব্যাংকগুলোতে।

কালো টাকার সমস্যা

কালো টাকার সমাগম একটি দেশে অন্য দেশ থেকে এলে সমস্যা কী? অনেকে বলতে পারেন, যদি বিশাল অঙ্কের টাকা চলে আসে তাহলে ব্যাংকের ডিপোজিট বাড়বে। এই ডিপোজিট বৃদ্ধির খুশি ব্যাংকারদের খুব বেশি দিন থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনো কারণ ছাড়াই বিশাল ডিপোজিট

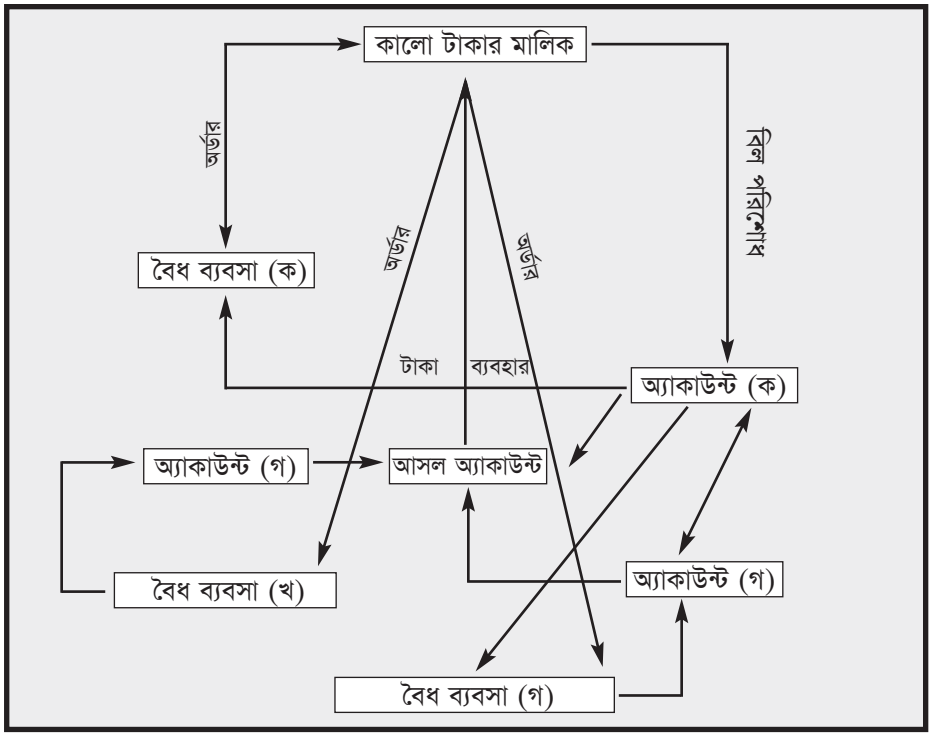

তুলে নেয়া হয়। এতে অনেক সময় ব্যাংকের তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে। অর্থনীতির ক্ষতিও হয়। কালো টাকার প্রতিষ্ঠানগুলো যে ব্যবসা করে তা লোক দেখানো। মুনাফা অর্জন তাদের মূল লক্ষ্য নয়। এ জন্য নামমাত্র মূল্যে তারা বাজারে পণ্য বিক্রি করে, যা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সমস্যায় ফেলে দেয়। নামমাত্র মূল্যে পণ্য ছাড়ায় দ্রব্যমূল্যের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সুদের হার এবং অর্থের বিনিয়োগ হারকেও প্রভাবিত করা যায় কালো টাকার অধিক প্রবাহের মাধ্যমে। রাশিয়ায় এক দশকে প্রায় ১৫০-২০০ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ প্রবাহের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কালো টাকার ছড়াছড়ি একটি দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অস্থিতিশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীরা টাকা খাটাতে ভরসা পায় না।

কালো টাকা ও বাংলাদেশ

সম্প্রতি দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ধরে সরকার জনমনে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। তবে সন্ত্রাসীদের গডফাদার ও অর্থের উৎস সম্পর্কে জানতে চায় সবাই। সন্ত্রাসীদের অর্থায়নে ব্যবহৃত হয় কালো টাকা। কারণ কালো টাকার প্রবাহের হিসাব থাকে না। কালো টাকা লেনদেন বেশির ভাগ সময়ই হয় নগদ। একটি হিসেবে বলা n‡"Q বছরে এখন AšZ: ৭০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকার প্রবাহ রয়েছে দেশে। এই কালো টাকার উৎস বের করা সরকারের জন্য জরুরি। না হলে মুক্ত জেএমবি সদস্যরা বর্তমান উৎস ব্যবহার করেই আবারও অস্ত্রে সজ্জিত হবে। দেশজুড়ে শুরু করবে বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে সরকারকে 'সন্দেহজনক' অ্যাকাউন্টগুলো অর্থ উৎস ও ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে খুব দ্রুত। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে মাসখানেকের মধ্যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত না করতে পারলে হয়তো কালো টাকা সরিয়ে ফেলবে 'গডফাদার'রা। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিতে হবে অগ্রণীর ভূমিকা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যদিও তাদের গ্রাহকদের সব তথ্য দিতে স্বস্তিবোধ করবে না, তার পরও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ভালো করবে যদি তারা দ্রুত একটি গাইডলাইন তৈরি করে ফেলে। এই গাইডলাইনের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তারাই সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে স্থানীয় ব্যাংকে আরো কয়েকটি অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে। তবে টাকা থাকতে পারে এনজিও অ্যাকাউন্টেও। বিশেষ করে ইসলামী এনজিওগুলোতে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত এনজিও ব্যুরোর সঙ্গে মিলিতভাবে এনজিওগুলোর টাকার উৎস ও খরচ ক্ষতিয়ে দেখা। দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত এনজিওগুলোর আর্থিক আইনগত অবকাঠামো তৈরি হয়নি। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগকে সন্দেহজনক ও অবৈধ লেনদেন সনাক্ত করার জন্য শক্তিশালী করা n‡"Q। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা এসেছেন mš¿vmx অর্থায়ন চিহ্নতকরণ ও প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ দিতে।

শুধু একদিকেই সরকার পিছিয়ে আছে তা নয়। কালো টাকার মালিকদের জন্য আইনগতভাবে খুব কঠিন শাস্তিও সরকার দিতে পারছে না। বিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছরের জেল। সর্বনিম্ন ৬ মাসের। সমস্যা হলো, এই শাস্তি ক্ষমাযোগ্য। অর্থাৎ আজকে আপনার ৭ বছরের জেল হলে কয়েক দিন পর সরকারের 'সুদৃষ্টি'তে পড়লে আপনি বেকসুর খালাস হবেন! যত টাকা অবৈধ হিসেবে ধরা পড়ছে, তার দ্বিগুণ হবে আপনার জরিমানা। এই জরিমানার পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ৫-৭ গুণ। যেমন জেল-হাজত হওয়া উচিত ক্ষমার অযোগ্য। আইনগুলো পরিবর্তন না করলে কালো টাকার সঞ্চালন কমানো সম্ভব নয়।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *mvK‡jkb g¨v‡bRvi, mvßvwnK 2000*
96-97 wbD B¯‹vUb †ivW, XvKv-1000, evsjv‡`k|

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।